বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানের পটভূমি

বাংলা ধাতুর নিজস্ব ব্যাকরণিক ধারণা রয়েছে। তাই বিদেশি ভাষার root বা stem-এর সঙ্গে বাংলা ধাতুকে সরাসরি এক করে দেখা ঠিক নয়। তবে আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞানে শব্দের ভেতরের মূল অংশ নিয়ে যে আলোচনা আছে, তা ধাতু-ধারণা বুঝতে পটভূমি হিসেবে সহায়ক।

Haspelmath ও Sims morphology-কে বলেছেন– Morphology is the study of the combination of morphemes to yield words.[৬] এখানে তাঁরা শব্দগঠনে ক্ষুদ্র অর্থবাহী এককের ভূমিকা বোঝাচ্ছেন। Oxford Research Encyclopedia-তে root সম্পর্কে বলা হয়েছে– A root is a fundamental minimal unit in words.[৭] তবে এই 'root' ধারণা ভাষাভেদে ভিন্নভাবে কাজ করে। তাই বাংলা 'ধাতু'কে ইংরেজি root বা stem-এর সরল অনুবাদ মনে না করে বাংলা ক্রিয়াপদের নিজস্ব মূলরূপ হিসেবে বোঝাই যথার্থ।

ধাতুর বৈশিষ্ট্য

ধাতুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো–

১. ধাতু ক্রিয়াপদের মূল অংশ।
২. ধাতু ক্রিয়ার মূল ভাব বা কাজের ধারণা বহন করে।
৩. ধাতু সাধারণত অবিভাজ্য বা ন্যূনতম ক্রিয়ামূল।
৪. ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়।
৫. একই ধাতু থেকে নানা কাল, পুরুষ, ভাব ও রূপের ক্রিয়াপদ তৈরি হয়।
৬. ধাতু মৌলিক, সাধিত ও যৌগিক হতে পারে।
৭. ধাতুর উৎসভেদে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশাগত রূপ থাকতে পারে।
৮. ধাতু থেকে নাম, বিশেষণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদ গঠিত হতে পারে।
৯. ধাতু ভাষার রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্বের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়।
১০. ধাতু না বুঝলে ক্রিয়াপদের গঠন স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না।

NABARUN PUBLICATION